বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থায় জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১৯ ঃ একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ণ।

▣ সুপর্ণা ভট্টাচার্য্য

শিক্ষা মানুষের মানসিক চেতনার বিকাশ ঘটায়। উন্নত দেশ ও জাতি গঠনের মূল মানদন্ড শিক্ষা। দেশ ও সমাজের সূচক পরিবর্তনের লক্ষ্যে স্বাধীনোত্তর ভারতে সময়ের তাগিদে বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে এবং তাদের প্রস্তাবিত সমীক্ষা রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার পরিকাঠামো পরিবর্তন হয়েছে। ১৯৪৮ এ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের নেতৃত্বে তৈরি হয়েছিল ভারতের প্রথম শিক্ষা কমিশন, তারপর ১৯৫২-৫৩ সালে ড. লক্ষণস্বামী মোদালিয়র এবং ১৯৬৪ সালে ডি.এস. কোঠারির নেতৃত্বে গঠিত শিক্ষা সংক্রান্ত কমিশন গুলি ভারতীয় শিক্ষার মান উন্নয়ণে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

শিক্ষা সংক্রান্ত ক্ষেত্রে ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত হয় জাতীয় শিক্ষানীতি, ১৯৯২ সালে কিছুটা সংশোধন হয় এবং ২০০৫ সালে পরিবর্তনের ফলশ্রুতি হিসাবে আসে ২০০৯ এর শিক্ষার অধিকার আইন। প্রত্যেক কমিশন, কমিটির কিছুটা দুর্বলতা ঘাটতি থাকলেও সামগ্রিক ভাবে সময়ের নিরিখে শিক্ষা ব্যবস্থায় এগুলি এক একটি মাইলস্টোন। সম্প্রতি বিশিষ্ট বিজ্ঞানী কস্তুরিরঙ্গনের নেতৃত্বে তৈরি নতুন কমিটি শিক্ষা বিষয়ক 'খসড়া নীতি ২০১৯' পেশ করেছেন। এই নতুন খসড়া নীতিতে ভারতীয় বিদ্যালয় গুলিতে শিক্ষার গুণগত ও কাঠামোগত পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। ২০১৯ শিক্ষানীতির (খসড়া) সামগ্রিক পর্যালোচনায় বিদ্যালয় শিক্ষার উল্লেখযোগ্য দিক নির্দেশনা গুলি নিম্নরূপ :-

১। বিদ্যালয় স্তরে পাঠ্যক্রম সংক্রান্ত বিষয়ে একটি স্ব-বিরোধী ধারণা ছিল সহ-পাঠ্যক্রম বা Co-curriculum যদিও Curriculum বলতে শুধু সিলেবাস বা পাঠ্যসূচী বোঝায় না, একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য বিদ্যালয় থেকে একটি শিশু যে সমস্ত পরিকল্পিত অভিজ্ঞতা গ্রহণ করে তার সমষ্টিই পাঠ্যক্রম। সমস্ত অভিজ্ঞতা শিশুর কাছে পৌঁছাতে হলে বিষয় ভিত্তিক সিলেবাসের বাইরে জীবন কেন্দ্রিক অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। আর সেই সূত্রেই নাচ, গান, আবৃত্তি, বক্তৃতা ইত্যাদিকে বলা হয়েছে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী। অনেক ক্ষেত্রেই 'সহ' বা 'Co' শব্দ জুড়ে দিয়ে এই সমস্ত বিষয়ের সামগ্রিক মূল্যায়ন হত না, ফলে শিক্ষার মূল লক্ষ্য ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশ বা 'All round development of a child' শুধুমাত্র বাক্য হিসাবেই ব্যবহার্য ছিল। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য, ভারতীয়

খসড়া শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে (৪.১ নং অনুচ্ছেদে)

"There should be no extra curriculum on Co-Curricular activities, all such activities must be considered curriculum."

সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী পাঠ্যক্রমের অধীনে আসলে শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়ণ তরান্বিত হবে - আশা করা যায়।

২। বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থায় ১০+২ ব্যবস্থার পরিবর্তে ৫+৩+৩+৪ স্তরের কথা বলা হয়েছে, অর্থাৎ প্রাক্-প্রাথমিক এবং প্রাথমিক গ্রেড-১, গ্রেড-২ (বর্তমান ক্লাস-১, ক্লাস-২) পর্যন্ত ৫ বছর হবে প্রি-প্রাইমারি। পরের তিন বছর গ্রেড-৩, গ্রেড-৪, গ্রেড-৫ মিলে প্রস্তুতি পর্ব বা Latter Primary স্তর। প্রিপারেটরি স্তরের পর গ্রেড-৬, গ্রেড-৭, গ্রেড-৮ মিলে উচ্চ প্রাথমিক পর্যায় এবং বিদ্যালয় পর্বের শেষ স্তর গ্রেড-৯ থেকে ১২ পর্যন্ত সেকেন্ডারী পর্যায়। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাক্-প্রাথমিক থেকে শুরু করলে ১৩ বছরের বিদ্যালয় জীবন, খসড়া নীতিতে শিশুর ৩ বছর বয়স থেকে শুরু হবে অর্থাৎ ১৫ বছরের বিদ্যালয় জীবন। দ্রুত এগিয়ে যাওয়া সভ্যতার সঙ্গে আগামী দিনের মানব সম্পদ তৈরি করার ক্ষেত্রে এটি একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। যান্ত্রিক যুগের শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ দ্রুত হচ্ছে, তাই তিন বছর বয়স থেকে বিদ্যালয়ের সাথে পরিচিত হলে উন্নয়ন ফলপ্রসু হবে। যদিও বেসরকারি স্তরে তিন বছর বয়স থেকেই নার্সারী স্তর শুরু হয়, তবুও সামগ্রিক ভাবে সর্বক্ষেত্রে চালু হলে গুণগত শিক্ষার ক্ষেত্রে মাইল ফলক হবে।

৩। শিক্ষার্থীর শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করতে গিয়ে ২০১৯ এর খসড়া নীতিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ভাষা এবং গণিতের মৌলিক দক্ষতার বিকাশ সাধনে। গবেষকদের অভিমত, ভাষা এবং গাণিতিক স্তরের উন্নয়ন দ্রুত হলে অন্যান্য বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য বিধান সহজ হয়। খসড়া নীতিতে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং এই পর্যায়ের নাম দেওয়া হয়েছে 'Early Childhood Care and Education' (ECCE)। প্রাক্-প্রাথমিক ভিত্তি দৃঢ় করার জন্য 'ভাষা মেলা' এবং 'গণিত মেলার' কথা বলা হয়েছে। এবং আপাতত পরিবর্তিত খসড়া অনুযায়ী ভিত্তি স্তর থেকেই ত্রি-ভাষা সূত্র ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে, কারণ এই বয়সেই শিশুর মস্তিষ্কের সর্বাধিক বিকাশ হয়।

৪। খসড়া প্রস্তাবে বর্তমানে মিড-ডে-মিলের সঙ্গে প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের শিশুদের উপযুক্ত প্রাতঃরাশের কথা বলা হয়েছে। খুব সদর্থক ভাবনা, কেননা আমাদের দেশে পৃথিবীর মোট পুষ্টিহীনদের ৫০ শতাংশ বসবাস করে। কিন্তু মিড-ডে-মিল খাতে কেন্দ্রীয় অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি করা এবং তৃণমূল স্তর পর্যন্ত তার পুষ্টিমান বজায় রাখার ক্ষেত্রে বিশেষ তদারকির প্রয়োজন আছে। সামগ্রিক মিড-

ডে-মিল কর্মসূচীকে পরিবর্তন করে সেকেন্ডারী স্তর পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চালু করলে আরো ভালো হত, কেননা আমাদের দেশের অনেক কিশোর-কিশোরী অপুষ্টির শিকার।

৫। শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনার কারিগর শিক্ষক সমাজ। উপযুক্ত গুণমান সম্পন্ন, উৎসাহী, কর্মপ্রাণ শিক্ষকের দ্বারাই বাস্তবায়িত হতে পারে শিক্ষার মূল কর্মযজ্ঞ। সমগ্র দেশের সমীক্ষা অনুযায়ী বর্তমানে ১০ লক্ষ শিক্ষক পদ শূন্য। আমাদের রাজ্যের পরিস্থিতিও আশাব্যঞ্জক নয়। শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যাপারে যদিও বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে - তবুও তা সাধারণ মেধাবী শিক্ষার্থীদের সহজলভ্য হলে ভালো হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষক প্রশিক্ষণে বেসরকারী উদ্যোগ কমাতে খসড়া কমিটি সুপারিশ করেছে। অনেক সাধারণ শিক্ষার্থী শিক্ষক হিসাবে নিজেকে তৈরি করতে নিবেদিত প্রাণ, কিন্তু পরিস্থিতির প্রতিকূলতা অতিক্রম করার সামর্থ্য তার নেই। নতুন শিক্ষানীতির দায়ভার নিতে হবে শিক্ষক সমাজকেই। আজকের 'Dynamic' শিক্ষক জাতি আগামী দিনের 'Advance Human Resource' তৈরি করবে।

৬। খসড়া শিক্ষানীতি ২০১৯ এ কিছু কাঠামোগত পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের বয়স অনুযায়ী তাদের শিক্ষাগত মানের সূচক হয় ক্লাস বা শ্রেণি দিয়ে। এর পরিবর্তে গ্রেড ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের নাম পরিবর্তন করে 'শিক্ষামন্ত্রক' রাখার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে এবং সবার উপরে থাকবে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন 'রাষ্ট্রীয় শিক্ষা আয়োগ'। শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং শিক্ষা উপকরণের ঘাটতি মেটানোর জন্য কয়েকটি স্কুলকে একত্র করে 'স্কুল কমপ্লেক্স' বা একটি বিদ্যালয়ে রূপান্তরের কথা বলা হয়েছে। উপজাতি অধ্যুষিত দুর্গম অঞ্চলে 'এলাকা নির্ভর বিদ্যালয় একত্রীকরণ' সমস্যার সৃষ্টি করবে বলে একাংশ অভিজ্ঞ মহলের অভিমত। এ বিষয়ে সূক্ষ্ম চিন্তাধারার প্রয়োজন আছে।

পরিবর্তনশীল সময় ও সমাজের চাহিদা মেটাতে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১৯ (খসরা) শিক্ষার্থীর জীবনের নব দিগন্তের উন্মোচন করবে। ভারতীয় ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতির প্রসার ও বিকাশ সাধন ঘটবে, বিজ্ঞানাশ্রয়ী শিক্ষা চিন্তার বিস্তার হবে যাতে ভারতীয় শিক্ষার্থীরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাদের ব্যক্তিত্বের নির্মাণ করতে পারবে– কস্তুরিরঙ্গনের নেতৃত্বে গঠিত শিক্ষা কমিটির সুপারিশের যথাযোগ্য বিশ্লেষণ এবং প্রয়োগের দ্বারা দেশের শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ গঠন তথা যথার্থ মানব সম্পদ তৈরি হবে– বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের এটাই আশা এবং ভরসা।